প্রথম আলো

তারিখ 3 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... 2

জমি নিয়ে ধানমন্ডির দুই স্কুলের বিরোধ

মুশফেকা ইসলাম ●

স্কুল প্রাঙ্গণে ভবন নির্মাণকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডির দুই স্কুলের মধ্যে বিরোধ চলছে। এক পক্ষ বলছে নির্মাণাধীন ভবনের জমিটি সরকারি। সেখানে ভবন নির্মাণ অবৈধ। অন্য পক্ষ বলছে, জমিটি ক্রয়সূত্রে তাদের। তাই নতুন ভবন নির্মাণে কোনো বাধা নেই। ভবন নির্মাণ করছে ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল। প্রতিবাদ করছে ধানমন্ডির আলী হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়।

ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেলে এর বালিকা শাখা নিয়ে আলাদাভাবে ১৯৭৩ সালে আলী হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় চালু হয়। স্বতন্ত্র হলেও স্কুল দুটি একই সীমানার ভেতরে। উভয় স্কুলে যাতায়াতের প্রবেশপথও একটি। একই ফটকের ওপর দুই স্কুলেরই নাম লেখা আছে। স্কুলের মাঠও ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে আসছিল তারা।

গতকাল সোমবার গিয়ে দেখা যায়, মূল ফটকের সামনে ইউসুফ হাইস্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। মাটি কেটে বিশাল গর্ত করা হয়েছে। চারটি থামের ভিত্তি দাঁড়িয়ে গেছে। মেঝে ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলছে। গর্ত থেকে তোলা মাটি আর রড-সিমেন্ট রাখা হয়েছে মাঠের বড় অংশে।

আলী হোসেন বালিকা স্কুলের শিক্ষকেরা বলেন, নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই মূল ফটক ব্যবহারে ইউসুফ স্কুল তাদের বাধা দিচ্ছে। মাঠে মাটি ও নির্মাণসামগ্রী রাখায় ছাত্রীদের জাতীয় সংগীতে অংশ নেওয়া ও খেলাধুলা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

নতুন ভবন নির্মাণ নিয়ে ক্ষুব্ধ আলী হোসেন স্কুলের অভিভাবকেরাও। এক অভিভাবক খাদিজা বেগম বলেন, নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার পর থেকে মূল ফটকের বদলে ছোট পকেট গেট দিয়ে ছাত্রীদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভবন নির্মাণে মাঠে খোঁড়া গর্তগুলো খোলা থাকায় ছোট শিশুদের পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করেন তিনি। খাদিজা বলেন, 'ইউসুফ স্কুল বলছে তাদের এই নতুন ভবনের নিচতলা খালি থাকবে যেখান দিয়ে মেয়েরা যাবে। ছেলেদের স্কুলের ভেতর দিয়ে মেয়েরা যাবে, এটা কেমন কথা? ছাত্রীদের নিরাপত্তা কে দেবে।'

ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেলে এর বালিকা শাখা নিয়ে আলাদাভাবে ১৯৭৩ সালে আলী হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় চালু হয়। স্বতন্ত্র হলেও স্কুল দুটি একই সীমানার ভেতরে

আলী হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় বলছে, ঢাকা সিটি জরিপ অনুযায়ী প্রবেশপথের জমিটির মালিক বাংলাদেশ সরকার। জরিপের কাগজে দেখা যায় যে ৩৮৪৭ নম্বর দাগের ২৯ দশমিক ৪০ শতাংশ জমিটি সরকারের শিক্ষা বিভাগের নামে নথিবদ্ধ। নির্মাণাধীন ভবনের জায়গাটিও নকশা অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগের জায়গায় পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ইউসুফ স্কুল এই নির্মাণকাজ চালাচ্ছে।

আলী হোসেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান বলেন, 'বিনা অনুমতিতে খাসজমিতে এই ভবন নির্মাণ অবৈধ। এই ভবন তৈরি হলে ছাত্রীদের স্কুলে আসার মূল রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাবে। মাঠও ছোট হয়ে যাবে। আমরা এই ভবন নির্মাণ বন্ধে সরকারের হস্তক্ষেপ চাচ্ছি।'

এ বিষয়ে ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুলের রেক্টর এম এস এইচ শরিফ *প্রথম আলো*কে বলেন, নির্মাণাধীন ভবনের জমিটি স্কুলের নিজস্ব। কোনো খাসজমি নয়। মাঠের জমির বড় অংশই তাঁদের কেনা ও কিছু অংশ দানে পাওয়া। সেই জমির ওপরই ভবন নির্মাণ করছেন তাঁরা।

ঢাকা সিটি জরিপে সরকারি জমি হিসেবে নথিবদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জমির দলিল রেজিস্ট্রি করা ছিল না বলে জরিপে একে শিক্ষা বিভাগের জমি হিসেবে সেই সময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রধান শিক্ষক এস এম জমশেদ আলী বলেন, পুরোনো ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নতুন ১০তলা ভবন নির্মাণে হাত দিয়েছেন তাঁরা। সরকারের অনুদান পেয়েছেন। নিজেদের খরচে ভিত্তি তৈরির পর সরকারি খরচে ধাপে ধাপে ভবনের এক-একটি তলা তৈরি হবে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকাজ চলছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ঢাকা জোন) নির্বাহী প্রকৌশলী মির্জা নজরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, ইউসুফ স্কুল মাঠে তাঁদের কোনো কাজ চলছে না। স্কুলের নামে একটি প্রকল্পে বরাদ্দ আছে বটে, যার মেয়াদ আগামী জুন মাসে শেষ হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, জমির ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো নির্মাণকাজ হবে না।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল জমির মালিকানা নিয়ে একটি মামলা করে, যা এখনো চলছে। নতুন ভবন নির্মাণ শুরুর পর ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় আলী হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয় আরেকটি পিটিশন করেছে। নতুন পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে নালিশি সম্পত্তিতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও তদন্ত প্রতিবেদন দিতে হাজারীবাগ থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।